



118309 - ওয়াকফ সম্পদ ও জাতীয় সম্পদরে উপর কোন যাকাত নহে; এমনকি সটোকো বনিয়োগে খাটানো হলও

প্রশ্ন

ওয়াকফ সম্পত্তি দিয়ে বনিয়োগ করা হল তাতো কি যাকাত ওয়াজবি হবে? যমেন— রাষ্ট্র যো প্রজকেটগুলো চালু করে থাকে এবং যো গুলোর মুনাফা রাষ্ট্রীয় ফান্ডে জমা হয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ওয়াকফ সম্পত্তিতে কোন যাকাত নহে। যহেতু এ সম্পত্তি কারো ব্যক্তি মালকিনাধীন নয়; চাই সো সম্পত্তি বনিয়োগে লাগানো হোক; কথিবা না লাগানো হোক। যদি ওয়াকফকৃত সম্পত্তি বনিয়োগে লাগানো হয় তাহলে এর আয় ওয়াকফকারী যো খাতগুলো নরিধারণ করে গেছেন সো খাতগুলোতে বণ্টন করা হবে; যমেন— গরীব-মসকীন, বয়োবৃদ্ধ মানুষ, তালবিল ইলম প্রমুখ। যো ব্যক্তি ওয়াকফ খাত থেকে কোন সম্পদ পলে সটো যদি নসোব পরমিণ হয় কথিবা অন্য সম্পদরে সাথে মলিে নসোব পরমিণ হয় এবং এর এক বছর পূরণ হয় তাহলে তাকে এ সম্পদরে যাকাত দতিে হবে। যহেতু এটি ব্যক্তি মালকিনাধীন সম্পদ এবং যাকাত ওয়াজবি হওয়ার শর্তাবলী এতে পূরণ হয়ছে।

স্থায়ী কমটির আলমেগণকে জিজ্ঞেসে করা হয়ছেলি:

"কোন এক গোত্র একটি তহবলি গঠন করছে। এ তহবলিকে তারা এ গোত্ররে উপর যো সব রক্তমূল্য ধার্য হয় সগুলোে পরশিোধরে জন্য খাস করে রেছেছে। এ অর্থ দিয়ে তারা ব্যবসাতে বনিয়োগ করছে। এতে যা লাভ হয় সটোও রক্তমূল্য পরশিোধ করার জন্য। এ অর্থরে উপরে কি যাকাত আসবে; নাকি আসবে না? যদি ব্যবসা করা না হয় তাহলে কি যাকাত আসবে; নাকি আসবে না? গোত্ররে লোকরো কি এ তহবলিে তাদের স্বর্ণ-রৌপ্যরে যাকাত দতিে পারবেন?"

জবাবে তাঁরা বলনে: যা উল্লেখ করা হয়ছে যদি বাস্তবতা সটোই হয় তাহলে উল্লেখিত সম্পদরে উপর যাকাত আসবে না। যহেতু এ অর্থ ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মত; চাই সটো অলস অর্থ হোক কথিবা ব্যবসাতে বনিয়োগকৃত অর্থ হোক। এ তহবলিে যাকাত দেওয়া জায়যে হবে না। কনেনা এ তহবলি গরীবদরে জন্য খাস নয়। কথিবা যাকাত বণ্টনরে অন্য কোন খাতরে জন্যওে খাস নয়।"[সমাপ্ত] [ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (৯/২৯১)]



শাইখ উছাইমীন (রহঃ) গ্রাম্য সমতিরি ব্যাপারে বলেন, যে সমতিরি সদস্যরা মাসকি একটা চাঁদা দিয়ে এবং উক্ত চাঁদার অর্থ এক্সডিভেন্টে ক্ৰতপূরণ, রক্তমূল্য পরিশোধ এবং ব্যয়ে করার জন্য কারো ঋণে প্রয়োজন হলে তাকে ঋণ দেওয়ার জন্য জমা করা হয়: "এ তহবিলে অর্থে উপর যাকাত নহে। কোনা এটি সদস্যদের মালিকানাধীন নয়। বরং এ অর্থে নরিদষ্টি কোন মালিকি নহে। আর যে অর্থে নরিদষ্টি কোন মালিকি নহে সে অর্থে উপর যাকাত নহে।"[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৮/১৮৪)]

তনি আরও বলেন: "রাষ্ট্রীয় সম্পদ বায়তুল মালে (রাষ্ট্রীয় কৌশাগারে) জমা হয়। এর কোন নরিদষ্টি মালিকি নহে। তাই এ সম্পদে উপর যাকাত নহে।"[শারহুল কাফী থেকে সমাপ্ত]

সারকথা: রাষ্ট্রীয় সম্পদ বা ওয়াকফকৃত সম্পদে উপর যাকাত নহে। যহেতেু এসব সম্পদে নরিদষ্টি কোন মালিকি নহে; চাই এসব সম্পদ বনিয়োগে খাটানো হোক কিংবা না খাটানো হোক।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।